কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-২ শাখা
www.moa.gov.bd

তারিখ : ২৭ বৈশাখ ১৪২৯ / ১০ মে ২০২২

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০২.২২.২৬৯

প্রাপকঃ চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২১-২২ অর্থ বছরে খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ রাসায়নিক সার ও অন্যান্য উপকরণ বিতরণ বাবদ প্রণোদনা কর্মসূচির জন্য ১৫৭৬.৪০০০০ লক্ষ (১৫ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪০ হাজার) টাকা ছাড়করণ ও অগ্রিম উত্তোলনের সরকারি আদেশ (জিও) জারী।

সূত্র: কৃষি মন্ত্রণালয়ের জি ও নং ১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০২.২২.২৬৮ তারিখ: ১০-০৫-২০২২ খ্রি:

মহোদয়,

২০২১-২২ অর্থ বছরে খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির নিমিত্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ, রাসায়নিক সার ও অন্যান্য ব্যয়ে সহায়তা হিসেবে প্রণোদনা প্রদানের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে '১২০০০৬৫০৫-কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা' খাতের অন্তর্ভুক্ত '৩৬৩১১৯৯-অন্যান্য অনুদান' খাতে বরাদ্দকৃত ৫০০০.০০ লক্ষ (পঞ্চাশ কোটি) টাকায় সংকুলান না হওয়ায় সূত্রোল্লিখিত সরকারি আদেশে '৩২৫১১০৫-সার' খাতে হতে এ খাতে অর্থাৎ '৩৬৩১১৯৯-অন্যান্য অনুদান' খাতে ৬৮৪.৯৭৬ লক্ষ টাকা পুন:উপযোজন করা হয়। পুন:উপযোজনের পর উক্ত প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরে '১২০০০৬৫০৫-কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা' খাতের অন্তর্ভুক্ত '৩২৫১১০৯- বীজ ও চারা' খাতে বরাদ্দকৃত ২৫০০০.০০ লক্ষ (দুইশত পঞ্চাশ কোটি) টাকা হতে ৪৯৯.৬৮০ লক্ষ (চার কোটি নিরানব্বই লক্ষ আটষট্টি হাজার) টাকা, '৩২৫১১০৫-সার' খাতে পুন:উপযোজনের পর বরাদ্দকৃত ৯৩১৫.০২৪ লক্ষ (তিরানব্বই কোটি পনের লক্ষ দুইশত চল্লিশ) টাকা হতে ৯৭.২০ লক্ষ (সাতানব্বই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা এবং '৩৬৩১১৯৯-অন্যান্য অনুদান' খাতে পুন:উপযোজনের পর বরাদ্দকৃত ও উপযোজনকৃত টাকা ৫৬৮৪.৯৭৬ লক্ষ (ছাপান্ন কোটি চুরাশি লক্ষ সাতানব্বই হাজার ছয়শত) টাকা হতে ৯৭৯.৫২ লক্ষ (নয় কোটি উনআশি লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকাসহ সর্বমোট (৪৯৯.৬৮০+ ৯৭.২০+ ৯৭৯.৫২)= ১৫৭৬.৪০০০০ লক্ষ (পনের কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা ০৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিভাজন ০৪ নং অনুচ্ছেদে সংযুক্ত 'বাস্তবায়ন পদ্ধতি' ও ০৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত শর্তাবলী এবং প্রচলিত যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধানের আলোকে ব্যয় করার জন্য অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ১৮টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং সভাপতি জেলা কৃষি পুনর্বাসন কমিটির অনুকুলে নির্দেশক্রমে এতদ্বারা ছাড় ও অগ্রিম উত্তোলনে সরকারি মঞ্জুরি জ্ঞাপন করছি।

০২। এক নজরে গ্রীষ্মকালীন পেয়াঁজ আবাদে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচি/২০২২-২৩ ও খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসলের বিবরণ ও আর্থিক ব্যয় বিবরণী :

ক্রমিক নং	ফসল	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা (বিঘা)	উপকারভোগী চাষীর সংখ্যা	বিঘাপ্রতি উপকরণের পরিমাণ (কেজি)				মোট উপকরণের পরিমাণ (মে.টন)			
				বীজ	ডিএপি	এমওপি	মোট সার	বীজ	ডিএপি	এমওপি	মোট সার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	গ্রীষ্মকালীন পেয়াঁজ	১৮০০০	১৮০০০	১.০০	২০.০০	২০.০০	৪০.০০	১৮.০০	৩৬০.০০	৩৬০.০০	৭২০.০০

খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ফসলের মোট আর্থিক ব্যয়

ক্রমিক নং	ফসল	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা (বিঘা)	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ) টাকা								
			বীজ	ডিএপি	এমওপি	মোট সার	চারা উৎপাদন খরচ	পরিবহন ব্যয়	আনুষংগিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	অন্যান্য মোট	মোট বরাদ্দ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	গ্রীষ্মকালীন পেয়াঁজ	১৮০০০	৪৯৯.৬৮	৫০.৪০	৪৬.৮০	৯৭.২০	৯৫২.৯২	২১.৬০	৫.০০০	৯৭৯.৫২	১৫৭৬.৪০

০৩। ২০২১-২২ অর্থ বছরে খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় জেলাওয়ারী আর্থিক বিভাজন।

লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা (জন)	উপকরণের পরিমাণ (মেঃ টন)				উপকরণের ব্যয় (লক্ষ টাকা)								মোট বরাদ্দ
			বীজ	ডিএপি	টাকা) এমওপি	মোট সার	'৩২৫১১০৯-বীজ ও চারা'	'৩২৫১১০৫-সার'			'৩৬৩১১৯৯-অন্যান্য অনুদান'				
							বীজ	ডিএপি	এমওপি	মোট সার	চারা উৎপাদন খরচ	পরিবহণ ব্যয়	আনুষঙ্গিক ও অপ্রত্যাশিত ব্যয়	অন্যান্য মোট	
১	রাজশাহী	২০০০	২.০০০	৪০.০০	৪০.০০	৮০.০০	৫৫.৫২০	৫.৬০০	৫.২০০	১০.৮০০	১০৫.৮৮০	২.৪০০	০.৫৫৫	১০৮.৮৩৫	১৭৫.১৫৫
২	নওগাঁ	১০০০	১.০০০	২০.০০	২০.০০	৪০.০০	২৭.৭৬০	২.৮০০	২.৬০০	৫.৪০০	৫২.৯৪০	১.২০০	০.২৭৯	৫৪.৪১৯	৮৭.৫৭৯
৩	নাটোর	৫০০	০.৫০০	১০.০০	১০.০০	২০.০০	১৩.৮৮০	১.৪০০	১.৩০০	২.৭০০	২৬.৪৭০	০.৬০০	০.১৪	২৭.২১০	৪৩.৭৯০
৪	চাপাইনবাবগঞ্জ	১৫০০	১.৫০০	৩০.০০	৩০.০০	৬০.০০	৪১.৬৪০	৪.২০০	৩.৯০০	৮.১০০	৭৯.৪১০	১.৮০০	০.৪১৭	৮১.৬২৭	১৩১.৩৬৭
৫	বগুড়া	১০০০	১.০০০	২০.০০	২০.০০	৪০.০০	২৭.৭৬০	২.৮০০	২.৬০০	৫.৪০০	৫২.৯৪০	১.২০০	০.২৭৮	৫৪.৪১৮	৮৭.৫৭৮
৬	রংপুর	৭০০	০.৭০০	১৪.০০	১৪.০০	২৮.০০	১৯.৪৩২	১.৯৬০	১.৮২০	৩.৭৮০	৩৭.০৫৮	০.৮৪০	০.২	৩৮.০৯৮	৬১.৩১০
৭	গাইবান্ধা	৪০০	০.৪০০	৮.০০	৮.০০	১৬.০০	১১.১০৪	১.১২০	১.০৪০	২.১৬০	২১.১৭৬	০.৪৮০	০.১১	২১.৭৬৬	৩৫.০৩০
৮	নীলফামারী	৪০০	০.৪০০	৮.০০	৮.০০	১৬.০০	১১.১০৪	১.১২০	১.০৪০	২.১৬০	২১.১৭৬	০.৪৮০	০.১১	২১.৭৬৬	৩৫.০৩০
৯	যশোর	১০০০	১.০০০	২০.০০	২০.০০	৪০.০০	২৭.৭৬০	২.৮০০	২.৬০০	৫.৪০০	৫২.৯৪০	১.২০০	০.২৭৮	৫৪.৪১৮	৮৭.৫৭৮
১০	ঝিনাইদহ	২০০০	২.০০০	৪০.০০	৪০.০০	৮০.০০	৫৫.৫২০	৫.৬০০	৫.২০০	১০.৮০০	১০৫.৮৮০	২.৪০০	০.৫৫৫	১০৮.৮৩৫	১৭৫.১৫৫
১১	মাগুড়া	৪০০	০.৪০০	৮.০০	৮.০০	১৬.০০	১১.১০৪	১.১২০	১.০৪০	২.১৬০	২১.১৭৬	০.৪৮০	০.১১	২১.৭৬৬	৩৫.০৩০
১২	কুষ্টিয়া	১২০০	১.২০০	২৪.০০	২৪.০০	৪৮.০০	৩৩.৩১২	৩.৩৬০	৩.১২০	৬.৪৮০	৬৩.৫২৮	১.৪৪০	০.৩৩১	৬৫.২৯৯	১০৫.০৯১
১৩	চুয়াডাঙ্গা	১২০০	১.২০০	২৪.০০	২৪.০০	৪৮.০০	৩৩.৩১২	৩.৩৬০	৩.১২০	৬.৪৮০	৬৩.৫২৮	১.৪৪০	০.৩৩২	৬৫.৩০০	১০৫.০৯২
১৪	মেহেরপুর	৪০০	০.৪০০	৮.০০	৮.০০	১৬.০০	১১.১০৪	১.১২০	১.০৪০	২.১৬০	২১.১৭৬	০.৪৮০	০.১১	২১.৭৬৬	৩৫.০৩০
১৫	দিনাজপুর	২০০০	২.০০০	৪০.০০	৪০.০০	৮০.০০	৫৫.৫২০	৫.৬০০	৫.২০০	১০.৮০০	১০৫.৮৮০	২.৪০০	০.৫৫৫	১০৮.৮৩৫	১৭৫.১৫৫
১৬	ঠাকুরগাও	১০০০	১.০০০	২০.০০	২০.০০	৪০.০০	২৭.৭৬০	২.৮০০	২.৬০০	৫.৪০০	৫২.৯৪০	১.২০০	০.২৭৮	৫৪.৪১৮	৮৭.৫৭৮
১৭	পঞ্চগড়	১০০০	১.০০০	২০.০০	২০.০০	৪০.০০	২৭.৭৬০	২.৮০০	২.৬০০	৫.৪০০	৫২.৯৪০	১.২০০	০.২৭৮	৫৪.৪১৮	৮৭.৫৭৮
১৮	ময়মনসিংহ	৩০০	০.৩০০	৬.০০	৬.০০	১২.০০	৮.৩২৮	০.৮৪০	০.৭৮০	১.৬২০	১৫.৮৮২	০.৩৬০	০.০৮৪	১৬.৩২৬	২৬.২৭৪
মোট		১৮০০০	১৮.০০০	৩৬০.০০	৩৬০.০০	৭২০.০০	৪৯৯.৬৮০	৫০.৪০০	৪৬.৮০০	৯৭.২০০	৯৫২.৯২০	২১.৬০০	৫.০০০	৯৭৯.৫২০	১৫৭৬.৪০

০৪। বর্ণিত প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন পদ্ধতি এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত।

০৫। শর্তাবলী :

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ অনুসরণসহ যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে;

২. প্রতি কৃষক ১ বিঘা জমির জন্য ১.০ কেজি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ পাবেন। অথবা প্রতিষ্ঠানে ৫ শতক বীজতলায় উৎপাদিত চারা পাবেন। উপকরণের একক মূল্যঃ গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ প্রতি কেজি ২৭৭৬.০০ টাকা, ডিএপি প্রতি কেজি ১৪.০০ টাকা, এমওপি প্রতি কেজি ১৩.০০ টাকা (মিল গেইট মূল্য)।

৩. প্রতি ব্লকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের উপযোগী জমি ও উপযুক্ত আগ্রহী কমপক্ষে ১০ জন কৃষক নির্বাচন করা যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে;

৪. কৃষক নির্বাচন, অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিয়ন্ত্রণে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কার্যক্রমের নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে;

চলমান পাতা-৩

৫. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২০২১-২২ অর্থ বছরে খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির জন্য "কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ, সার ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান বাস্তবায়ন পদ্ধতি" অনুসরণ করতে হবে;

৬. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ সম্ভাবনার নিরীখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কর্মসূচির উপজেলাওয়ারী বিভাজন করবেন এবং বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করবেন;

৭. উপজেলাওয়ারী বিভাজনের পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষাবাদের উপযুক্ততা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন করবেন। তদানুযায়ী উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষাবাদকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক (প্রয়োজনে মাঝারী কৃষক) কৃষকের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত অগ্রাধিকার তালিকা অনুমোদন করবেন;

৮. অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক পরিবারকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে ১ বিঘা জমির জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা যাবে;

৯. খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষে সহযোগিতার জন্য অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত প্রতি কৃষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ১ কেজি, ডিএপি সার ২০ কেজি ও এমওপি সার ২০ কেজি করে সহায়তা পাবেন। তাছাড়া জমি প্রস্তুত ও সেচ বাবদ ৫০০.০০ টাকা, শ্রমিক বাবদ ১৫০০.০০ টাকা এবং বাঁশ ক্রয় বাবদ ৮০০.০০ টাকা মোট ২৮০০.০০ (দুই হাজার আটশত) টাকা নগদ পাবেন। নগদ অর্থ সংশ্লিষ্ট কৃষকের ব্যাংক হিসাব অথবা বিকাশ/নগদ/রকেট এ্যাপস এর মাধ্যমে প্রমাণক সংরক্ষণ সাপেক্ষে প্রদান করতে হবে;

১০. পরিবহন ব্যয় জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব ও ব্যয়ের বাস্তবতার নিরিখে জেলা কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজন ও বরাদ্দ প্রদান করবেন;

১১. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ প্রাপ্তির অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করবেন এবং যথারীতি উপকরণ বিতরণ কার্যক্রমের মাষ্টাররোল সংরক্ষণ করবেন;

১২. উপকরণ বিতরণে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন;

১৩. এ কর্মসূচির সকল উপকরণ বিতরণ উপজেলা সদর থেকে করতে হবে। সকল উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভূক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে উপকরণ প্রদান করা যাবে না বা একজনের উপকরণ অন্য জনকে প্রদান করা যাবে না;

১৪. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের ক্ষেত্রে অনুমোদিত তালিকাভূক্ত প্রতি ৫ (পাঁচ) জনের একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা ডিএপি ও ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে;

১৫. সকল প্রকার ব্যয় ও সমন্বয় সরকারি আর্থিক বিধিবিধান অনুসরন করতে হবে। কর্মসূচির সার বিসিআইসি'র কারখানা/ বাফার গুদাম/ বিক্রয়কেন্দ্র/ মিল গেট /বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তুকি মূল্যে ধরা হয়েছে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না;

১৬. এ কর্মসূচির আওতায় পেঁয়াজ বীজ এলাকা উপযোগী, বেশি ফলনশীল এবং শতকরা ৮০ ভাগ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের বীজ (N-53) বিএডিসি থেকে নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করতে হবে। বিএডিসি প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে **বিএডিসি হতে আবশ্যিকভাবে প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে** সরকারি বিধি অনুসরণপূর্বক প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/আমাদানিকারক/ব্যবসায়িক এর নিকট হতে ক্রয় করা যাবে। বীজের ক্রয়াদেশ প্রদান এবং সরবরাহের পূর্বে বীজের বিশুদ্ধতা এবং অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করতে হবে। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা এবং বিশুদ্ধতা কাংখিত মানের না হলে ক্রয়াদেশ বাতিল করতে হবে এ বিষয়টি টেন্ডার ডকুমেন্টস-এ উল্লেখ করতে হবে;

১৭. কর্মসূচির যাবতীয় সমন্বয় রেকর্ডপত্র অডিটের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিব (উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা কৃষি অফিসার) এর অফিসে সংরক্ষিত থাকবে;

১৮. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিষ্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। এবং এর ০১ (এক) কপি জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া এ তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন;

১৯. উপকরণ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

চলমান পাতা-৪

২০. প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি জেলা প্রশাসক ও ৩ পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

আ.ফ.ম আলমগীর কবীর
সহকারী সচিব

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০২.২২.২৬৯

তারিখ : ২৭ বৈশাখ ১৪২৯ / ১০ মে ২০২২

আদেশের ০৩ (তিন) কপি এতদ্‌সঙ্গে প্রেরণ করা হলো। আদেশের এক কপি পৃষ্ঠাঙ্কনপূর্বক প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করার জন্য অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।

আ.ফ.ম আলমগীর কবীর
সহকারী সচিব
ফোন নং ০২৫৫১০০৯৬৪

নং-

তারিখ :

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদেশের অনুলিপি প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা এর নিকট প্রেরিত হলো। এতে অর্থ বিভাগের সম্মতি রয়েছে।

(হোসেন আহমেদ)
উপসচিব
বাজেট-২০ শাখা
অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

নং-১২.০০.০০০০.০২৬.৩৮.০০২.২২.২৬৯

তারিখ : ২৭ বৈশাখ ১৪২৯ / ১০ মে ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন, বিসিআইসি ভবন, ৩০-৩১, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব, (সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ/ সম্প্রসারণ/প্রশাসন) অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি বান্দরবান/রাঙ্গামাটি/ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৯. যুগ্মসচিব (উপকরণ), কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

চলমান পাতা-৫

১০. জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ১৮টি জেলা)।
১১. উপসচিব, প্রশাসন-৪ (বাজেট) অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(আইবাস ++ এ এন্ট্রি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)।**
১২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. জেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট ১৮টি জেলা) **(জি.ও'র বাস্তবায়ন পদ্ধতি/শর্ত মোতাবেক এ প্রণোদনা কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়ার ১০(দশ) কর্মদিবসের মধ্যে খরচের সমন্বয় বিবরণী প্রস্তুতের সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধসহ)** ।
১৫. উপপ্রধান (কৃষি অর্থনীতিবিদ), সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও সদস্য-সচিব, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট ১৮ টি জেলা)।
১৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
১৮. পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা ।
১৯. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য-সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
২০. সহকারী পরিচালক (অর্থ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা ।
২১. উপজেলা কৃষি অফিসার ও সদস্য-সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি (সংশ্লিষ্ট উপজেলা)।
২২. সহকারী প্রোগ্রামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা **(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।**
২৩. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৫/০৫/2022

আ.ফ.ম আলমগীর কবীর
সহকারী সচিব
Email: moa.input2@gmail.com
input2@moa.gov.bd

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
উপকরণ-২ শাখা

২০২১-২২ অর্থ বছরে খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির জন্য "কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ, সার ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান বাস্তবায়ন পদ্ধতি"

১. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA' ২০০৬ ও PPR' ২০০৮ (সংশোধনীসহ) অনুসরণপূর্বক যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে ;

২. প্রতি কৃষক ১ বিঘা জমির জন্য ১.০ কেজি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ পাবেন। অথবা প্রতিষ্ঠানে ৫ শতক বীজতলায় উৎপাদিত চারা পাবেন। উপকরণের একক মূল্যঃ গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ প্রতি কেজি ২৭৭৬.০০ টাকা, ডিএপি প্রতি কেজি ১৪.০০ টাকা, এমওপি প্রতি কেজি ১৩.০০ টাকা (মিল গেইট মূল্য);

৩. প্রতি ব্লকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষের উপযোগী জমি ও উপযুক্ত আগ্রহী কমপক্ষে ১০ জন কৃষক নির্বাচন করা যাদের পাশাপাশি আবাদি জমি থাকবে এবং যারা দলবদ্ধভাবে কাজ করবে, তাদেঁরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

৪. কৃষক নির্বাচন, অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন, উপকরণ বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিয়ন্ত্রণে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে কৃষি পুনর্বাসন/প্রণোদনা কার্যক্রমের নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে;

৫. এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে ২০২১-২২ অর্থ বছরে খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ বৃদ্ধির জন্য "কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ, সার ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান বাস্তবায়ন পদ্ধতি" অনুসরণ করতে হবে;

৬. কর্মসূচি প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ আবাদ সম্ভাবনার নিরীখে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কর্মসূচির উপজেলাওয়ারী বিভাজন করবেন এবং বরাদ্দকৃত সকল অর্থ উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর অনুকূলে ছাড় করবেন;

৭. উপজেলাওয়ারী বিভাজনের পর উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি সভা করে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষাবাদের উপযুক্ততা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন করবেন। তদানুযায়ী উপসহকারি কৃষি কর্মকর্তা গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষাবাদকারী ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক (প্রয়োজনে মাঝারী কৃষক) কৃষকের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি উক্ত অগ্রাধিকার তালিকা অনুমোদন করবেন;

৮. অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত প্রতি কৃষক পরিবারকে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ চাষে ১ বিঘা জমির জন্য প্রণোদনা সহায়তা প্রদান করা যাবে;

৯. খরিপ/২০২২-২৩ মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চাষে সহযোগিতার জন্য অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভূক্ত প্রতি কৃষক গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ বীজ ১ কেজি, ডিএপি সার ২০ কেজি ও এমওপি সার ২০ কেজি করে সহায়তা পাবেন। তাছাড়া জমি প্রস্তুত ও সেচ বাবদ ৫০০.০০ টাকা, শ্রমিক বাবদ ১৫০০.০০ টাকা এবং বাঁশ ক্রয় বাবদ ৮০০.০০ টাকা মোট ২৮০০.০০ (দুই হাজার আটশত) টাকা নগদ পাবেন। নগদ অর্থ সংশ্লিষ্ট কৃষকের ব্যাংক হিসাব অথবা বিকাশ/নগদ/রকেট এ্যাপস এর মাধ্যমে প্রমাণক সংরক্ষণ সাপেক্ষে প্রদান করতে হবে;

১০. পরিবহন ব্যয় জেলা হতে উপজেলার দূরত্ব ও ব্যয়ের বাস্তবতার নিরিখে জেলা কমিটি উপজেলাওয়ারী বিভাজন ও বরাদ্দ প্রদান করবেন;

১১. সংশ্লিষ্ট ব্লকের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এ কর্মসূচির জন্য মনোনীত (অনুমোদিত অগ্রাধিকার তালিকাভুক্ত) প্রত্যেক কৃষকের ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবিযুক্ত কৃষি কার্ডের উপকরণ প্রাপ্তির অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করবেন এবং যথারীতি উপকরণ বিতরণ কার্যক্রমের মাষ্টাররোল সংরক্ষণ করবেন;

১২. উপকরণ বিতরণে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবেন;

১৩. এ কর্মসূচির সকল উপকরণ বিতরণ উপজেলা সদর থেকে করতে হবে। সকল উপকরণ কৃষক নিজে গ্রহণ করবেন, কোন অবস্থায়ই প্রকৃত তালিকাভূক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে উপকরণ প্রদান করা যাবে না বা একজনের উপকরণ অন্য জনকে প্রদান করা যাবে না;

১৪. গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের ক্ষেত্রে অনুমোদিত তালিকাভূক্ত প্রতি ৫ (পাঁচ) জনের একটি গ্রুপ করে প্রতি গ্রুপে ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা ডিএপি ও ৫০ কেজি ওজনের ২ (দুই) বস্তা এমওপি সার বিতরণ করতে হবে;

চলমান পাতা-২

১৫. সকল প্রকার ব্যয় ও সমন্বয় সরকারি আর্থিক বিধিবিধান অনুসরন করতে হবে। কর্মসূচির সার বিসিআইসি'র কারখানা/ বাফার গুদাম/ বিক্রয়কেন্দ্র/ মিল গেট /বিএডিসি'র জেলাস্থ/ নিকটবর্তী গুদাম থেকে বিধি মোতাবেক ক্রয় করতে হবে। সারের মূল্য সরকার নির্ধারিত ভর্তূকি মূল্যে ধরা হয়েছে। কোন অবস্থায়ই কর্মসূচির বরাদ্দকৃত অর্থের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করা যাবে না;

১৬. এ কর্মসূচির আওতায় পেঁয়াজ বীজ এলাকা উপযোগী, বেশি ফলনশীল এবং শতকরা ৮০ ভাগ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের বীজ (N-53) বিএডিসি থেকে নির্ধারিত মূল্যে সংগ্রহ করতে হবে। বিএডিসি প্রয়োজনীয় বীজ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে **বিএডিসি হতে আবশ্যিকভাবে প্রত্যয়ন পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে** সরকারি বিধি অনুসরণপূর্বক প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ আমাদানিকারক/ব্যবসায়ির নিকট হতে ক্রয় করা যাবে। বীজের ক্রয়াদেশ প্রদান এবং সরবরাহের পূর্বে বীজের বিশুদ্ধতা এবং অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করতে হবে। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা এবং বিশুদ্ধতা কাংখিত মানের না হলে ক্রয়াদেশ বাতিল করতে হবে এ বিষয়টি টেন্ডার ডকুমেন্টস-এ উল্লেখ করতে হবে;

১৭. কর্মসূচির যাবতীয় সমন্বয় রেকর্ডপত্র অডিটের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি/সদস্য সচিব (উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা কৃষি অফিসার) এর অফিসে সংরক্ষিত থাকবে;

১৮. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ও সদস্য সচিব, উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটি প্রণোদনার জন্য প্রদত্ত উপকরণ বিতরণের নিমিত্ত ব্লক/ ইউনিয়ন ভিত্তিক বিতরণ রেজিষ্টার, সংশ্লিষ্ট কৃষকের তালিকাসহ যাবতীয় হিসাবাদি ও কাগজপত্র সংরক্ষণ করবেন এবং উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবেন। উপপরিচালক সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলা থেকে প্রাপ্ত উপকরণ বিতরণের তালিকা ০১ (এক) কপি সংরক্ষণ করবেন এবং ১ কপি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করবেন। এবং এর ০১ (এক) কপি জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া এ তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন;

১৯. উপকরণ বিতরণের সমগ্র প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন;

২০. প্রণোদনা কার্যক্রম শেষ হওয়ার ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে এ অর্থ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী ও সমন্বয় বিবরণী (অব্যয়িত অর্থ জমা দেয়ার চালানের ছায়ালিপিসহ) অর্থ বিভাগে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। সমন্বয় বিবরণীর ০১ (এক) কপি জেলা প্রশাসক ও ৩ পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এবং সভাপতি, জেলা কৃষি পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

২০/০৫/2022

বলাই কৃষ্ণ হাজরা
অতিরিক্ত সচিব
সার ব্যবস্থাপনা ও উপকরণ উইং
কৃষি মন্ত্রণালয়।